সমকাল

তারিখ 20 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সর্বনাশা কোচিং : অবিশ্বাস্য দুর্নীতি

শিক্ষা | আহমদ রফিক

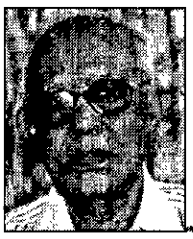

ভাষাসংগ্রামী, কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক

আমাদের ছাত্রজীবনে, বিশেষ করে স্কুলজীবনে দেখেছি কৃচিৎ আলাদা করে শিক্ষাদান-শিক্ষা গ্রহণ, যা 'প্রাইভেট পড়া' নামে পরিচিত ছিল, তা দেখা যেত দীর্ঘ স্কুলজীবন শেষের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার (ম্যাট্রিক পরীক্ষা, বর্তমান এসএসসি) প্রাক্কালে। তাও ইংরেজি ও অঙ্কে দুর্বল ছাত্রদের ক্ষেত্রে। ক্লাস-পরীক্ষায় প্রাইভেট পড়ার নামগন্ধ ছিল না। তখনকার ছাত্রদের পরীক্ষায় মেধার প্রকাশ বা পাসের হার কি খুব কম ছিল? কম ছিল শিক্ষাদানের মান?

এরপর পাকিস্তানি আমলে বেশ কিছুকাল চলেছে শিক্ষা গ্রহণের একই ধারা। মেধাবী ছাত্রদের মনোযোগী টেক্সট বই পাঠ, প্রয়োজনে কিছু নোটবইয়ের সাহায্য গ্রহণ। পরিণত বয়সের বিচারেও বলতে পারি, সেসব নোটবইয়ের (সহায়ক পুস্তক) মান ভালোই ছিল। যাই হোক, এক পর্যায়ে শিক্ষাবিদদের মনে হলো, নোটবই-গাইডবই মূল বিষয়গত পাঠ এবং শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশের অন্তরায়। তাই নোটবই, গাইডবই প্রকাশ নিষিদ্ধ হলো। স্বীকার করছি, দেশভাগের পর স্কুল ও কলেজগুলো শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল প্রধানত সেবাব্রতী শিক্ষকদের ব্যাপক হারে দেশত্যাগের কারণে। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। ধীরে ধীরে সে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটে। নোটবই নিষিদ্ধ করার আদর্শিক কারণ ও লক্ষ্য ভুল ছিল– এমনটা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। যারা এ তত্ত্বের রূপকার তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্ররা যেন বিষয়গত পাঠে মনোযোগী হয়। সংক্ষিপ্ত পথে সুফল অর্জনের চেষ্টা না করে। পরোক্ষ লক্ষ্য, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ পাঠ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় শিক্ষার্থীদের দিক থেকে নয়; অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তার শুরু শিক্ষকদের তরফ থেকে। সেকালে বলা হতো, শিক্ষক সমাজ বিত্তবান না হলেও দুর্নীতিমুক্ত, শিক্ষাদানে ত্যাগী, সেবাব্রতই তাদের জীবনের লক্ষ্য। আরও একটি পুরনো আপ্তবাক্য যে, শিক্ষা বিভাগ ও ডাক বিভাগ পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার কারণে প্রশংসার যোগ্য।

দুই

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটে পাকিস্তান আমলে। যেমন শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে মান কমে, তার চেয়ে বেশি সঠিক শিক্ষানীতির অভাবে। শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় ভালো ফল এবং পাসের হার বৃদ্ধির টানে অভিভাবকদের একাংশে দেখা দেয় প্রাইভেট পড়ানোর দিকে আগ্রহ, বিশেষ করে বিত্তবান পরিবারে। একই সঙ্গে এই প্রবণতার পরিপূরণে শিক্ষকদের কারও কারও মধ্যে দেখা যায়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্রদের জন্য কোচিং শিক্ষা প্রবর্তন এবং তা নিজ গৃহে; বাসভবন শব্দটি ব্যবহারের মতো জৌলুষ তখনও তৈরি হয়নি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বিত্তসন্ধানী কিছু সংখ্যক শিক্ষক-অধ্যাপকের শিক্ষাদান নিয়ে বাণিজ্য তথা কোচিং ব্যবসার সূচনা সত্তরের দশক থেকে। এর বিস্তার আশির দশক থেকে। শিক্ষকের ছোট বাসগৃহ তখন কোচিং বাণিজ্যের প্রয়োজনে বড়সড় বাসভবনে পরিণত। সমাজে অর্থাৎ পরিবার থেকে পরিবারে শিক্ষার্থীদের সোনালি ফল লাভের প্রত্যাশা একই হারে বেড়েছে। শুরু প্রায় প্রতিটি বিষয়ে কোচিং, লক্ষ্য পরীক্ষায় সোনালি ফল। তাতে যে শিক্ষার মান, শিক্ষার্থীর মননশীলতা গভীর হয়েছে, তা কিন্তু নয়। কোচিং শিক্ষকদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট, সংক্ষিপ্ত পথে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের জবাবে শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা। কারণ তাদের জানা, কী কী ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে অধিকমাত্রায় থাকে। তাছাড়া এসব কোচিং শিক্ষকের কেউ কেউ প্রশ্নপত্র তৈরিতে অংশ নিয়ে থাকেন, কেউ কেউ পরীক্ষার্থীর খাতা পরীক্ষকও বটে।

স্বভাবতই কোচিংটা শিক্ষকদের জন্য বাণিজ্যে পরিণত হয়; যেমন ব্যক্তিগত বিত্তের নেশায়, তেমনি সমষ্টিগত ব্যাপকতায়। সূক্ষ্মভাবে হলেও শিক্ষাব্যবস্থার ব্যক্তিগত বৃত্তে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয় এবং তা অনেকটা প্রবাদবাক্যের 'সুচ থেকে ফাল হয়ে প্রকাশ' পাওয়ার মতো। অবস্থা দীর্ঘদিন থেকে ওই পর্যায়ে পৌঁছেছে।

শুধু যে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় পাস বা ভালো ফলের জন্য কোচিং বাণিজ্যের প্রসার, তাই নয়। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাও এই কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার্থীদের ওপর ভার তৈরির শিক্ষানীতিও ওই বাণিজ্য প্রসারের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি দেখছি, দু'চারজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ এই মধ্যবর্তী বোর্ড পরীক্ষার বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন। তাদের ভাবনা, কচি-কাঁচা ছাত্রছাত্রীদের মস্তিষ্ক চর্চার ভার কমিয়ে আনার। শ্রেণিকক্ষে যদি শিক্ষক যথাযথ মানদণ্ডে শিক্ষাদান করেন, তাহলে প্রাক-এসএসসি পর্বে বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। বার্ষিক পরীক্ষাই সেক্ষেত্রে যথেষ্ট। আর বৃত্তি? সেটা তো বার্ষিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেই দেওয়া যায়। শিক্ষকদের অজানা নয় কোন ছাত্রছাত্রীর মেধা কোন পর্যায়ের। তাছাড়া বার্ষিক পরীক্ষা তো আছেই।

আবারও অন্যদের অভিজ্ঞতা, পরিচিত অভিভাবকদের কারও কারও ক্ষোভ-আক্ষেপের ভিত্তিতে বলা যায়, এই কোচিং দুর্নীতি, কোচিং বাণিজ্য এমন এক সর্বত্র-বিস্তারি রূপ গ্রহণ করেছে যে, শুধু শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের জন্য কোচিং বাধ্যতামূলক করে তুলেছেন তাই নয়, প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই দোষে দোষী। অন্যায়-অনৈতিকতা শিক্ষায়তন ও শিক্ষক সমাজের রক্তে প্রবেশ করে গেছে। শিক্ষায় বাণিজ্য আর বাণিজ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজির চরিত্র অর্জন করেছে। এই দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে স্কুল বা কলেজে শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে এবং শিক্ষায়তনের চাকরি-নিয়োগে।

অনেক বছর আগের কথা, তখনকার এক মহকুমা শহরের কলেজে শিক্ষক-নিয়োগে কোনো এক সাংসদের (যিনি কলেজ বোর্ডের একজন দাপুটে সদস্য) লাখ টাকা লেনদেনের কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম। শিক্ষক-নিয়োগে যদি যোগ্যতা সত্ত্বেও লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়, তাহলে সেই শিক্ষক তার কর্মজীবনে দুর্নীতিবাজ হবেন না কেন? রাজনীতির কল্যাণে, শিক্ষায়তনিক ব্যবস্থার কল্যাণে এ পরিস্থিতির এমন ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে যে, একে ব্যাধি বলাটা বোধ হয় ভুল নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থায় কোচিং দুর্নীতির সূচনালগ্নে কেউ কেউ এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিবন্ধে-প্রবন্ধে-বিবৃতিতে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এই বলে যে, নোটবই নিষিদ্ধ করে এ কোন সর্বনাশা কোচিং শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হলো! শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? এর চেয়ে তো নোটবই-গাইডবই-ই ভালো ছিল। সেখানে দুর্নীতির সুযোগ ছিল না। মনে আছে, কোচিংয়ের বিরুদ্ধে কয়েক দশকে লাগাতার এ রকম অনেক ক'টা নিবন্ধ লিখেছিলাম; কিন্তু কে কার কথা শোনে! কিছুকাল থেকে কোচিং ব্যাধি এমন এক মহামারীর চরিত্র অর্জন করেছে যে, এর অন্তর্নিহিত দুর্নীতির প্রকাশ অবশেষে শিক্ষিত সমাজের একাংশে আলোড়ন তৈরি করেছে। শিক্ষায়তনিক দুর্নীতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটছে নিয়মিত প্রশ্নপত্র ফাঁসে

তিন

কোচিং বাণিজ্য যে শুধু ব্যক্তিগত দুর্নীতি, প্রতিষ্ঠানগত দুর্নীতির কেন্দ্রস্থল তাই নয়, এর পরিণাম, এর অভিশাপ শিক্ষা-শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও সমাজের সর্বত্র দূষণের বিস্তার ঘটাচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, কোচিংয়ের পরিণামে শিক্ষার সার্বিক মান হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি পিছু হটছে জ্ঞানচর্চার দিকটি, বিশেষ করে জ্ঞানের গভীরতায়।

কোচিং শিক্ষার নৈতিক-অনৈতিকতার টানে, শিক্ষাদানের শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষায়তন ঘিরে এই যে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার, এর পাশাপাশি সমাজের একাধিক খাতে একই ঘটনা অবাঞ্ছিত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে ভেবে নেওয়া চলে। শিক্ষায়তনভিত্তিক দুর্নীতি এবং কোচিং গোষ্ঠীর শিক্ষকদের দুর্নীতি ও অনাচার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মেধাবী, অনিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদেরও নানাভাবে বাধ্য করা হয় কোচিং ক্লাসে যোগ দিতে। অন্যথায় হয়রানির রকমফের, পরিণামে শ্রেণি পরীক্ষার ফল ভালো হয় না।